গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইনচার্জ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কেন্দ্র
বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদগবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা
-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৭ – জুন ৩০, ২০১৮

সূচিপত্র

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

উপক্রমণিকা

সেকশন ১: রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

সেকশন ২ : কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সুচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

সংযোজনী ১: শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূজকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি

সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদগবেষণা ইনস্টিটিউট

আঞ্চলিক কেন্দ্র

বাঘাবাড়ী, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the BLRI Regional Station)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহঃ

অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে খামারীদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি পরামর্শসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। বিগত ৩ বছরে কেন্দ্রে ৭ টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। রাজস্ব বাজেট থেকে ৪৫০ জন খামারিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রধান করা হয়েছে। প্রায় ২৭ লক্ষ নেপিয়ার ঘাসের কাটিং অত্র এলাকার দুগ্ধ খামারীদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণাগারে প্রায় ৪১০২ টি গোবর, ১৮৯ টি রক্ত, ৫ টি প্রস্রাব এবং ৭ টি দুধের নমুনা বিশ্লেষণপূর্বক কারিগরি পরামর্শসহ প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ১০৫ টি খাদ্য নমুনা বিশ্লেষণপূর্বক প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কেন্দ্র হতে গত ১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১১ লক্ষ উন্নত জাতের ফডার কাটিং সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার প্রায় ৪০০ জন খামারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, অত্র এলাকার খামারিরা ঘাস উৎপাদনে অভাবনীয় সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমানে উক্ত কেন্দ্রে উন্নত মানের ১৮ টি ফডারের জাত সংরক্ষণ উন্নয়ন ও মাল্টিপ্লিকেশন করা হচ্ছে। ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্পের জনবল যোগদান করেছে এবং গাভীর জাত উন্নয়নে কিছু গরু ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়াও এলাকার দুধালো গাভীর রিপিট ব্রিডিং এবং ম্যাষ্টাইটিস সমস্যা সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবলের স্বল্পতা, অর্থের অপ্রতুলতা, গবেষণাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং ক্যামিকেল্স অভাবই অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। অত্র এলাকায় দুধের বাজারজাতকরণে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম ও অস্থিতিশীল বাজারমূল্যের কারণে প্রান্তিক পর্যায়ের খামারীরা সঠিক মূল্য পাচ্ছে না। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী প্রাণী ও ঘাসের জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ; নিত্যনতুন রোগসমূহের প্রতিকার কৌশল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করাই মূল চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

রূপকল্প ২০২১ ও টেকসই উন্নয়ন এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমস্যা ভিত্তিক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, দুধের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও দিকনির্দেশনা মোতাবেক "ডেইরী উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প" বাস্তাবয়ন করা, দেশীয় সম্পদের অধিক ব্যবহার ও দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী গরুর জাত উদ্ভাবন করা। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা এবং পরিবেশবান্ধব প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্র কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

২০১৭- ১৮ অর্থবছরেরসম্ভাব্যঅর্জনঃ

- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ০৬টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- মানব সম্পদ উন্নয়নে ৩০০ জন খামারী/উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ
- ৪০০ জন খামারী/উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান
- ৬০০ টি প্রাণিরোগের নমুনা পরীক্ষণ
- ৫০ টি প্রাণিখাদ্যের নমুনা বিশ্লেষণ
- ১০ লক্ষ ঘাসের কাটিং বিতরণ
- বার্ষিক গবেষণা কর্মশালা ২০১৭ বাস্তবায়ন
- উঠান বৈঠক বাস্তবায়ন ২৫ টি।